

"মিষ্টি বাচ্চারা - তোমরা কোনো পতিত দেহধারীদের প্রতিই ভালোবাসা রেখো না, কেননা তোমরা পবিত্র দুনিয়াতে যাচ্ছে, তোমাদের এক বাবাকেই ভালোবাসতে হবে"

প্রশ্ন :-- বাচ্চারা, তোমরা কোন্ জিনিসের প্রতি বিরক্ত হবে না আর কেন ?

উত্তর :-- তোমরা তোমাদের এই শরীরের প্রতি কোনরকম বিরক্ত হবে না, কেননা তোমাদের এই শরীর খুবই মূল্যবান । আত্মা এই শরীরে বসে বাবাকে স্মরণ করে অনেক বড় লটারী পাচ্ছে । তোমরা বাবার স্মরণে থাকলে খুশীর মতো পুষ্টিকর খাবার পেতে থাকবে ।

ওম্ শান্তি । মিষ্টি-মিষ্টি আত্মা রূপী সন্তানরা, এখন তোমরা দূরদেশের বাসিন্দা, এরপর দূরদেশের যাত্রী। আমরা হলাম আত্মা, এখন আমরা অনেক দূরদেশে যাওয়ার জন্য পুরুষার্থ করছি । এ কথা কেবল তোমরা আত্মারাই জানো যে, আমরা দূরদেশের বাসিন্দা, আর আমরা দূরদেশে থাকা বাবাকে ডাকি যে, তুমি এসে আমাদেরও সেই দূরদেশে নিয়ে চলো । বাচ্চারা, এখন দূরদেশে থাকা বাবা তোমাদের ওখানে নিয়ে যাচ্ছেন । তোমরা হলে আধ্যাত্মিক (রুহানী) যাত্রী, কেননা তোমরা তো এই শরীরের সঙ্গেই আছো, তাই না । আত্মাই তো যাত্রা করবে । শরীর তো তোমরা এখানেই ত্যাগ করবে । কেবল আত্মাই যাত্রা করবে । আত্মা কোথায় যাবে ? নিজের আত্মিক দুনিয়ায় । এ হলো শরীরের দুনিয়া আর ওটি হলো আত্মাদের দুনিয়া । বাবা বাচ্চাদের বুঝিয়েছেন, এখন তোমাদের ঘরে ফিরে যেতে হবে, যেখান থেকে তোমরা এখানে অভিনয় করতে এসেছো । এ হলো অনেক বড় মণ্ডপ বা স্টেজ । এই স্টেজে অভিনয় করে আবার সবাইকে ফিরে যেতে হবে । নাটক যখন সম্পূর্ণ হবে, তখনই তো তোমরা যাবে, তাই না । এখন তোমরা এখানে বসে আছো, তোমাদের বুদ্ধিযোগ কিন্তু ঘর আর রাজধানীর প্রতি । এ কথা খুব পাকাপাকি ভাবে মনে রেখো। কেননা এমন মহিমা তো আছেই - অন্তিম সময়ে যেমন মতি, তেমনই গতি । এখন এখানে তোমরা পাঠ গ্রহণ করছো, তোমরা জানো যে, ভগবান শিববাবা আমাদের পড়ান । এই পুরুষোত্তম সঙ্গম যুগ ছাড়া ভগবান কখনোই পড়াবেন না । সম্পূর্ণ পাঁচ হাজার বছরে নিরাকার ভগবান বাবা একবারই এসে পড়ান । এ বিষয়ে তো তোমরা সম্পূর্ণ নিশ্চিত । এই পাঠও কতো সহজ, এখন ঘরে ফিরে যেতে হবে । ওই ঘরের প্রতি তো সম্পূর্ণ দুনিয়ার ভালোবাসা আছে । সকলেই তো মুক্তিধামে যেতে চায়, কিন্তু অর্থ কেউই বোঝে না । সাধারণ মানুষের বুদ্ধি এখন কেমন আর তোমাদের বুদ্ধি এখন কেমন তৈরী হয়েছে, দুইয়ের কতো ফারাক । পুরুষার্থের নম্বর অনুযায়ী তোমাদের এখন স্বচ্ছ বুদ্ধি । তোমরা খুব ভালোভাবে এই বিশ্বের আদি - মধ্য এবং অন্তের জ্ঞান জানো । তোমাদের মনে আছে যে, আমাদের এখন পুরুষার্থ করে নর থেকে অবশ্যই নারায়ণ হতে হবে । এখান থেকে তো প্রথমে নিজেদের ঘরে ফিরে যাবে, তাই না । তাই খুশীর সঙ্গে যেতে হবে । সত্যযুগে যেমন দেবতারা খুশীর সঙ্গে এক শরীর ত্যাগ করে অন্য শরীর ধারণ করে, তেমনই তোমাদের এই পুরানো শরীরকে খুশীর সঙ্গে ত্যাগ করতে হবে । এই শরীরের প্রতি বিরক্ত হয়ো না। কেননা এই শরীর হলো খুবই মূল্যবান । এই শরীরের দ্বারাই আত্মা বাবার থেকে লটারী পায় । আমরা যতক্ষণ না পবিত্র হতে পারি, ততক্ষণ ঘরে ফিরে যেতে পারি না । তোমরা বাবাকে স্মরণ করতে থাকলে সেই যোগবলের দ্বারাই পাপের ভার মুক্ত হবে । নাহলে অনেক সাজা ভোগ করতে হবে । তোমাদের তো অবশ্যই পবিত্র হতে হবে । লৌকিক সম্বন্ধেও কোনো বাচ্চা কোনো খারাপ - পতিত কাজ করলে বাবা তাকে রাগ করে

লাঠির আঘাত করেন, কেননা নিয়ম বহির্ভূতভাবে তারা পতিত হয়ে যায় । কারোর সঙ্গে যদি নিয়মের বাইরে প্রেমের সম্পর্ক রাখে, তাহলে বাবা - মায়ের ভালো লাগে না । অসীম জগতের এই বাবা বলেন, বাচ্চারা, তোমরা তো এখানে চিরকাল থাকবে না । এখন তোমাদের নতুন দুনিয়াতে যেতে হবে । ওখানে কোনো বিকারী - পতিত থাকে না । এক পতিত - পাবন বাবা এসেই তোমাদের এমন পবিত্র বানান । বাবা নিজেই বলেন, আমার জন্ম দিব্য এবং অলৌকিক, আর কোনো আত্মাই আমার মতো শরীরে প্রবেশ করতে পারে না । যদিও ধর্মস্থাপকরা আসেন, তাঁদের আত্মা প্রবেশ করে, কিন্তু সেকথা আলাদা । আমি তো সবাইকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতেই আসি । ওরা তো নীচে নেমে আসে তাঁদের ভূমিকা পালন করার জন্য । আমি তো সবাইকে নিয়ে যাই, তারপর বলে দিই, তুমি কিভাবে প্রথমদিকে নতুন দুনিয়াতে আসবে । ওই নতুন দুনিয়াতে কেউই বক থাকে না । বাবা তো বকেদের মাঝেই আসেন । তারপর তোমাদের হংসে পরিণত করেন । তোমরা এখন হংসে পরিণত হয়েছো এবং মুক্তো চয়ন করছো । সত্যযুগে তোমরা এই রত্ন পাবে না । এখানে তোমরা এই জ্ঞান রত্নের চয়ন করে হংসে পরিণত হও । তোমরা কিভাবে বক থেকে হংসে পরিণত হও, সে কথা বাবা বসে তোমাদের বুঝিয়ে বলেন । তিনি এখন তোমাদের হংসে পরিণত করছেন । দেবতাদের হংস এবং অসুরদের বক বলা হবে । এখন তোমরা আবর্জনা ত্যাগ করে মুক্তো চয়ন করছো ।

তোমাদেরই পদ্মসম সৌভাগ্যশালী বলা হয় । তোমাদের পায়ে পদ্মের ছাপ লাগে । শিববাবার তো পা-ই নেই যে পদ্ম হতে পারবে । তিনি তো তোমাদের পদ্মসম সৌভাগ্যশালী বানান । বাবা বলেন যে, আমি তোমাদের এই বিশ্বের মালিক বানাতে এসেছি । এই সমস্ত বিষয়ই খুব ভালোভাবে বোঝার । মানুষ তো এ কথা বোঝেই যে, একসময় স্বর্গ ছিলো, কিন্তু তা কবে ছিলো, আবার কিভাবে হবে, সে সব জানে না । বাচ্চারা, তোমরা এখন আলোতে এসেছো । ওরা সব অন্ধকারে আছে । এই লক্ষ্মী - নারায়ণ কিভাবে বিশ্বের মালিক হয়েছিলেন, এ কথা জানেই না । এ হলো পাঁচ হাজার বছরের কথা । বাবা বসে বোঝান, তোমরা যেভাবে তোমাদের ভূমিকা পালন করতে আসো, আমিও তেমনই আসি । তোমরা আমাকে নিমন্ত্রণ করে ডাকো - হে বাবা, আমাদের মতো পতিতদের তুমি এসে পবিত্র বানাও । আর কাউকেই এমন বলবে না, এমনকি ধর্ম স্থাপকদেরও এমন বলবে না যে, এসে সকলকে পবিত্র বানাও । ক্রাইস্ট এবং বুদ্ধকে পতিত - পাবন বলবেই না । গুরু তিনিই, যিনি সঙ্গতি করবেন । তিনি তো প্রথমে আসেন, তাঁর পিছনে সবাইকেই আসতে হয় । এখান থেকে ফিরে যাওয়ার রাস্তা বলে দেওয়া, সকলের সদগতি করা অকালমূর্তি হলেন এক বাবা-ই । বাস্তবে সদ্ধুরু শব্দটিই হলো সঠিক । বরং তোমরা যা বলো তার তুলনায় সঠিক শব্দের প্রয়োগ তো শিখরাই করে, উচ্চস্বরে বলে - সদ্ধুরু অকাল । তারা অনেক জোরে সুর করে বলে, তারা বলে সদগুরু অকালমূর্তি । মূর্তিই যদি না হয়, তাহলে সদ্ধুরু কিভাবে হবে, সঙ্গতি কিভাবে দেবে ? প্রকৃত সদ্ধুরু নিজে এসেই তাঁর পরিচয় দেন - আমি তোমাদের মতো জন্ম নিই না । আর তো সকলেই শরীরধারীরা বসে শোনান । তোমাদের অশরীরী আত্মাদের পিতা বসে শোনান । এ হলো রাত - দিনের তফাৎ । এই সময় মানুষ যা কিছুই করে তা ভুলই করে । কেননা তারা রাবণের মতো চলছে, তাই না । প্রত্যেকের মধ্যেই পাঁচ বিকার উপস্থিত । এখন হলো রাবণ রাজ্য, এইসব কথা বাবা ডিটেলে বসে বোঝান । নাহলে সম্পূর্ণ দুনিয়ার চক্রের কথা কিভাবে জানা যাবে ? এই চক্র কিভাবে ঘোরে, তা তো জানা উচিত, তাই না । এও তোমরা বলো না যে, বাবা তুমি বোঝাও । বাবা নিজে থেকেই বোঝাতে থাকেন । তোমাদের একটি প্রশ্নও জিজ্ঞাসা করার থাকে না । ভগবান

তো হলেন বাবা । বাবার কাজ হলো সবকিছুই নিজে থেকে শোনানো, নিজে থেকে করা । স্কুলে গিয়ে বাবা বাচ্চাদের নিজে থেকেই ভর্তি করেন । তাদের চাকরী করতে পার্ঠান, তারপর বলেন, ৬০ বছর পরে এইসব ছেড়ে ভগবানের ভজন করো । বেদ - শাস্ত্র ইত্যাদি পড়ো, পূজা করো । তোমরা অর্ধেক কল্প পূজারী হও আবার অর্ধেক কল্প পূজ্য । কিভাবে তোমরা পবিত্র হবে, তারজন্য কতো সহজভাবে বুঝিয়ে বলা হয় । এরপর ভক্তি সম্পূর্ণ ছেড়ে যায় । ওরা সব ভক্তি করছে আর তোমরা জ্ঞান নিচ্ছে । ওরা রাতে আছে আর তোমরা দিনে যাও অর্থাৎ স্বর্গে । গীতায় লেখা আছে 'মনমনাভব' - এই শব্দ তো বিখ্যাত । গীতা যারা পড়ে তারা বুঝতে পারবে, খুব সহজভাবে লেখা আছে । সারাজীবন গীতা পড়ে এসেছে অথচ কিছুই বুঝতে পারেনি । এখন সেই গীতার ভগবান বসে যখন শেখান, তখন পতিত থেকে পবিত্র হয়ে যাও । এখন আমরা ভগবানের থেকে গীতা শুনি তারপর অন্যদের শোনাই, আমরা পবিত্র হই ।

বাবার মহাবাক্যই হলো -- এ হলো সেই সহজ রাজযোগ । মানুষ কতো অন্ধশ্রদ্ধায় ডুবে আছে, তোমাদের কথা তো শোনেই না । এই অবিনাশী নাটকের নিয়ম অনুসারে যখন তাদের ভাগ্য খুলবে তখনই তোমাদের কাছে আসতে পারবে । তোমাদের মতো ভাগ্য অন্য কোনো ধর্মের মানুষের হতে পারবে না । বাবা বুঝিয়েছেন যে, তোমাদের এই দেবী - দেবতা ধর্ম খুব সুখদায়ী । তোমরাও বুঝতে পারো - বাবা ঠিকই বলছেন । শাস্ত্রে তো ওখানেও কংস - রাবণ আছে, দেখানো হয়েছে । ওখানকার সুখের খবর তো কেউ জানেই না । যদিও তারা দেবতাদের পূজা করে, তবুও বুদ্ধিতে কিছুই স্থায়ী হয় না । বাবা এখন বলছেন - তোমরা আমাকে স্মরণ করো কি ? এমন কখনো শুনেছো কি, বাবা বাচ্চাদের বলছেন, তোমরা আমাকে স্মরণ করো । লৌকিক বাবা কখনো এমনভাবে স্মরণ করানোর পুরুষার্থ করান কি ? এ কথা অসীম জগতের পিতা বসে বোঝান । তোমরা এই সম্পূর্ণ বিশ্বের আদি - মধ্য এবং অন্তকে জেনে চক্রবর্তী রাজা হয়ে যাবে । প্রথমে তোমরাই ঘরে ফিরে যাবে । তারপর আবার অভিনেতা হয়ে ফিরে আসতে হবে । এখন কেউই জানতে পারবে না, এ নতুন আত্মা নাকি পুরানো আত্মা । নতুন আত্মাদের অবশ্যই নাম হয় । এখনো দেখো, কারোর কারোর কতো নাম । অনেক মানুষ আসতে থাকে । অনায়াসেই তারা আসতে থাকে । তো সেই প্রভাবও পড়ে । বাবাও এনার মধ্যে অনায়াসেই আসেন, তখন সেই প্রভাবও পড়ে । সেও নতুন আত্মাই আসেন তাই পুরানোর উপর প্রভাব পড়ে । শাখাপ্রশাখা বের হয়ে যায়, তাদেরও মহিমা হতে থাকে । কেউই বুঝতে পারে না, এর এতো নাম কেন ? নতুন আত্মা হলে তার মধ্যে প্রয়াস থাকে । এখন তো দেখো, কতো মিথ্যা ভগবান তৈরী হয়ে গেছে, তাই তো এমন গাওয়া হয়, সত্যের নৌকা টলমল করে, কিন্তু ডুবে যায় না । ঝড় তো অনেকই আসে কেননা ভগবান তো কান্ডারী, তাই না । বাচ্চারাও হেলতে থাকে, কারণ নৌকায় তো অনেক দোলা লাগে । অন্য সংসঙ্গে তো অনেকেই আসে, কেননা ওখানে তুফান ইত্যাদির কোনো কথা নেই । এখানে অবলাদের উপর কতো অত্যাচার হয়, তবুও তো স্থাপনা হতেই হবে । বাবা বসে বোঝান - হে আত্মারা, তোমরা কতো জংলী কাঁটা হয়ে গেছো, তোমরা অন্যকে কাঁটার আঘাত করো, তাই তোমাদেরও কাঁটা লাগে । প্রতিটি বিষয়ের প্রতিদান তো পেতেই হবে । ওখানে দুঃখের কোনো ছি - ছি কথা নেই, তাই তাকে বলা হয় স্বর্গ । মানুষ স্বর্গ আর নরক বলে থাকে কিন্তু কিছুই বুঝতে পারে না । তারা বলে - অমুকে স্বর্গে গেছে, বাস্তবে এই কথা বলাও ভুল । নিরাকারী দুনিয়াকে স্বর্গ বলা হয় না । সে হলো মুক্তিধাম । এরা তবুও বলে - স্বর্গে গেছে ।

এখন তোমরা জানো যে - এই মুক্তিধাম হলো আত্মাদের ঘর । এখানে যেমন ঘর হয় । ভক্তিমার্গে যারা খুব ধনবান হয়, তারা কতো উঁচু মন্দির বানায় । শিবের মন্দির দেখো কিভাবে বানানো হয়েছে । লক্ষ্মী - নারায়ণের মন্দির যখন বানায় তখন সেখানে কতো রত্ন থাকে । সেখানে অনেক ধন - সম্পদ থাকে । এখন সবই নকল হয়ে গেছে । তোমরাও আগে অনেক আসল গয়না পড়তে । এখন তো সবাই সরকারের ভয়ে আসল রেখে নকল পড়ে থাকে । ওখানে তো সবই আসল । ওখানে নকল কিছুই হয় না । এখানে আসল থাকা সত্ত্বেও সবাই লুকিয়ে রেখে দেয় । দিন - দিন সোনার মূল্য বাড়তে থাকে । ওখানে তো হলোই স্বর্গ । ওখানে তোমরা সবকিছুই নতুন পাবে । নতুন দুনিয়াতে সবকিছুই নতুন ছিলো, সেখানে অথৈ ধন ছিলো । এখন তো দেখা প্রতিটি জিনিসই কতো মূল্যবান হয়ে গেছে । বাচ্চারা, এখন তোমাদের মূলধাম (বতন) থেকে শুরু করে সমস্ত রহস্য বুঝিয়ে বলা হয়েছে । মূলধামের রহস্য বাবা ব্যতীত আর কে বোঝাবেন ? তোমাদেরও তো আবার টিচার হতে হবে । গৃহস্থ জীবনে থেকেও তোমরা কমল ফুলের মতো পবিত্র থাকো । তোমরা অন্যদেরও যদি নিজের মতো তৈরী করতে পারো তাহলে অনেক উঁচু পদ পেতে পারবে । এখানে যারা আছে, তাদের থেকেও অনেক উঁচু পদ পেতে পারে । নম্বরের ক্রমানুসার তো আছেই, বাইরে থেকেও বিজয় মালাতে গ্রথিত হওয়া সম্ভব, তা সে এক সপ্তাহের কোর্স করে বিলেতেই থাকুক বা যেখানেই থাকুক । সমস্ত দুনিয়াই এই খবর পাবে । বাবা এসেছেন এবং বলেছেন - কেবলমাত্র আমাকে স্মরণ করো । এই বাবাই হলেন উদ্ধারকর্তা এবং গাইড । ওখানে তোমরা গেলে খবরের কাগজেও অনেক নাম বের হবে । অন্যেরাও একে খুব সহজ কথা মনে করবে -- আত্মা আর শরীর দুটো জিনিস । আত্মার মধ্যেই মন এবং বুদ্ধি আছে, শরীর তো জড় । আত্মাই হলো অভিনেতা । তাই আত্মাই হলো বিশেষ, তাই এখন আত্মাকে বাবাকে স্মরণ করতে হবে । এখানে যারা থাকে, তারা ততটা স্মরণ করে না, যতটা বাইরে যারা থাকে, তারা করে । যারা বাবাকে খুব স্মরণ করে, অন্যদেরও নিজের তুল্য বানান, কাঁটাকে ফুলে পরিণত করেন, তারা উঁচু পদ পান । তোমরা জানো যে, তোমরাও প্রথমে কাঁটা ছিলে । এখন বাবা অর্ডিনেন্স জারি করেছেন -- কাম হলো মহাশত্রু, একে জয় করলে তোমরা জগৎজিৎ হতে পারবে কিন্তু এই লেখাতে কেউ বুঝতেই পারে না । বাবা এখন বুঝিয়ে বলেছেন । আচ্ছা ।

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত । আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার ।

ধারণার জন্য মূখ্য সার :--

১ ) সদা গুণ রঞ্জের চয়ন করে হংস হতে হবে । মুক্তো চয়ন করতে হবে । আবর্জনা ত্যাগ করতে হবে । প্রতি পদে পদ্ম সম উপার্জন জমা করে পদে পদে পদ্মসম ভাগ্যশালী হতে হবে ।

২ ) উচ্চ পদ প্রাপ্তির জন্য শিক্ষক হয়ে অনেকের সেবা করতে হবে । কমল ফুল সম পবিত্র হয়ে অন্যদের নিজ সম বানাতে হবে । কাঁটাকে ফুলে পরিণত করতে হবে ।

বরদান :-- সহজ যোগের সাধনার দ্বারা সাধনের উপর বিজয় প্রাপ্ত করে প্রয়োগী আত্মা ভব

সাধন থাকা সত্ত্বেও বা সাধনের প্রয়োগ করেও যোগের স্থিতি যেন চঞ্চল না হয় । যোগী হয়ে প্রয়োগ করা, একে বলা হয় অনাসক্ত অবস্থা । সব থাকা সত্ত্বেও নিমিত্ত ভাবে অনাসক্ত রূপে প্রয়োগ করো । ইচ্ছা যদি থাকে তাহলে সেই ইচ্ছা সম্পূর্ণ সুন্দর হতে দেবে না । পরিশ্রম করতে করতেই সময় চলে যাবে । সেইসময় তোমরা সাধনাতে থাকার প্রয়াস করবে আর সাধন তার নিজের দিকে আকর্ষণ করবে। তাই প্রয়োগী আত্মা হয়ে সহযোগের সাধনার দ্বারা সাধনের উপর অর্থাৎ প্রকৃতির উপর বিজয়ী হও ।

স্লোগান :-- 'আমিহু ভাবের' অনেক সম্পর্ককে সমাপ্ত করাই হলো ফরিস্তা হওয়া ।